Categories of Learning Outcomes

নলেজের তিনটি ডোমেইন অর্জনের ভিত্তিতে লার্নিং আউটকাম-কে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১. কগনেটিভ আউটকাম (Cognitive outcome)

২. সাইকোমোটর আউটকাম (Psychomotor outcome)

৩. অ্যাফেকটিভ আউটকাম (Affective outcome)

প্রতিটি সেশনের এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট লার্নিং আউটকাম থাকে। কাঙ্খিত আউটকাম অর্জনের জন্য লার্নারকে কিছু জ্ঞানভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে হয়, কিছু দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে হয় এবং অর্জন শেষে সবকিছুর সাথে লার্নারের আচরনে গুনগত পরিবর্তন আসে। কাজেই লার্নিং আউটকামকেও তিনভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

১. কগনেটিভ আউটকাম (Cognitive Outcome):

যখন একটি সেশন শেষে একজন লার্নার লার্নিং আউটকামের জ্ঞানভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তাত্তিক জ্ঞান অর্জন, অর্জিত জ্ঞানকে বিশ্লেষন করা এবং কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারার দক্ষতা অর্জন করে, তখন আমরা বলতে পারি কগনেটিভ আউটকাম অর্জিত হয়েছে।

কগনেটিভ আউটকাম অর্জনের ছয় (৬) টি লেভেল আছে।

Remember => Understand => Apply => Analyze => Evaluate => Create

১ম লেভেল হলো Remember বা পড়ে মনে রাখা। এই লেভেলের লার্নাররা জ্ঞানভিত্তিক তথ্য না বুঝেই শমুধু মুখস্ত করে মনে রাখে। এই জ্ঞান তাদের কোন কাজেই আসে না। এটি হলো জ্ঞান অর্জনের সর্বনিম্ন স্তর।

২য় লেভেল হলো **Understand** বা বুঝা। এই লেভেলের লার্নাররা জ্ঞানভিত্তিক তথ্য বুঝে বুঝে পড়ে ও মুখস্ত করে মনে রাখে। বুঝে পড়ার কারনে তারা অর্জিত জ্ঞানের প্রতিটি অংশকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করতে পারে।

৩য় লেভেল হলো **Apply** বা বুঝা। জানলাম, বুঝলাম কিন্তু বাস্তব জীবনে অর্জিত জ্ঞান যদি প্রয়োগ করতে না পারে তবে ঐ জানা-বুঝার কোন মুল্য নাই। যখন অর্জিত জ্ঞানভিত্তিক তথ্যকে বুঝে পড়ে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার সক্ষমতা অর্জিত হয় তখন আমরা বলতে পারি লার্নারের ৩য় লেভেলের জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

৪র্থ লেভেল হলো **Analyze** বা বিশ্লেষন করা। এ পর্যায়ে লার্নাররা জ্ঞানভিত্তিক তথ্য বুঝে পড়া, মনে রাখা ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার পাশাপাশি অর্জেত জ্ঞানকে বিশ্লেষন করতে পারে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োজনমতো পরিমার্জন করে কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে।

কগনেটিভ লার্নিং আউটকাম অর্জনের ৫ম লেভেল হলো **Evaluate** বা মুল্যায়ন করতে পারা। এ পর্যায়ে লার্নাররা বিশ্লেষন করা জ্ঞান ও তার প্রয়োগ-কে মুল্যায়ন করতে সক্ষম হয়। ফলে ভালো-মন্দ, দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রয়েঅজনিয় সংশোধন করে নিতে পারে।

কগনেটিভ লার্নিং আউটকামের সর্বোৎকৃষ্ট (৬ষ্ঠ) লেভেল হলো **Create** বা সৃষ্টি করতে পারা। জ্ঞান অর্জনের এই সর্বোচ্চ লেভেল অর্জিত হলে লার্নার সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে নতুন আইডিয়া, কনটেন্ট ডেভেলপ করতে পারে।

২. সাইকোমোটর আউটকাম (Psychomotor Outcome):

যখন একটি সেশন শেষে একজন লার্নার লার্নিং আউটকামের দক্ষতাভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন, কর্মক্ষেত্রে হাতে-কলমে করে দেখানোর দক্ষতা অর্জন করে, তখন আমরা বলতে পারি সাইকোমোটর আউটকাম অর্জিত হয়েছে।

সাইকোমোটর আউটকাম অর্জনের পাঁচ (৫) টি লেভেল আছে।

Imitation => Manipulation => Precision => Articulation => Naturalization

১ম লেভেল হলো Imitation বা অনুকরণ। এই লেভেলে লার্নাররা সুনির্দিষ্ট স্কিলস অ্যাকটিভিটি পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজে করে দেখানোর যোগ্যতা অর্জন করে। এটি হলো সাইকোমোটর ডোমেইন-এর সর্বনিম্ন স্তর।

সাইকোমোটর আউটকাম এর ২য় লেভেল হলো Manipulation বা অনুকরণ। এই লেভেলে লার্নাররা সুনির্দিষ্ট স্কিলস অ্যাকটিভিটি পর্যবেক্ষণ ছাড়াই ইনস্ট্রাকশন বুক অনুসরণ করে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

সাইকোমোটর আউটকাম এর ৩য় লেভেল হলো Precision বা যথার্থতা। এই লেভেলে লার্নাররা সুনির্দিষ্ট স্কিলস অ্যাকটিভিটি পর্যবেক্ষণ করা বা ইনস্ট্রাকশন বুক অনুসরণ করা ছাড়াই নির্ভুলভাবে একাই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। এটিকে লার্নারের বিশেষজ্ঞ লেভেল বলা যেতে পারে।

সাইকোমোটর আউটকাম এর ৪র্থ লেভেল হলো Articulation। এই লেভেলে লার্নাররা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কোন সুনির্দিষ্ট স্কিলস অ্যাকটিভিটিকে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে নির্ভুলভাবে একাই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়।

সাইকোমোটর আউটকাম এর ৫ম লেভেল হলো Naturalization **বা স্বাভাবিকিকরণ**। এই লেভেলে লার্নাররা এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট স্কিলস অ্যাকটিভিটিকে সহজে, সীমিত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। এটি সাইকোমোটর আউটকাম এর সর্বোচ্চ স্তর।

৩. অ্যাফেকটিভ আউটকাম (Affective Outcome):

একজন লার্নারের অ্যাফেকটিভ আউটকাম অর্জিত হয় যখন লার্নার মনোভাব, আবেগ, আচরন, যেকোন বিষয় সহজভাবে গ্রহন করা বা প্রত্যাখ্যান করা ইত্যাদি মানবিক ইস্যুগুলিতে তার পজেটিভ পরিবর্তন সাধিত হয়; যখন কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে কাঙ্খিত মানে নলেজ ও স্কিল থাকার পর সেটি কর্মপরিবেশে প্রয়োগ করার সময় অন্য সহকর্মী বা উর্ধতন কর্মকর্তার সাথে সদাচরণ ও সদ্ভাব বজায় রেখে কাজ করতে পারার সক্ষমতা অর্জিত হয়।

অ্যাফেকটিভ আউটকাম অর্জনের ছয় (৬) টি লেভেল আছে।

Receiving=> Responding=> Valuing=> Organization=> Characterization

অ্যাফেকটিভ আউটকাম -এর ১ম লেভেল হলো Receiving বা গ্রহন। এই লেভেলে লার্নারদের মধ্যে কাজের প্রতি সচেতনতা, অপরের কথা ধৈর্য ধরে শোনার মানসিকতা ও সুনির্দিষ্ট কাজের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। এটি হলো অ্যাফেকটিভ ডোমেইন-এর সর্বনিম্ন স্তর। এদের অনেকেই কথা শোনে, বোঝে কিন্তু সকলের মধ্যে কাজ করার মানসিকতা তৈরী হয়না।

অ্যাফেকটিভ আউটকাম -এর ২য় লেভেল হলো Responding বা সাড়া দেয়া। এই লেভেলে লার্নারদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজে নিয়োজিত হওয়ার মানসিকতা তৈরী হয়। লার্নাররা কোন সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমে অংশ নেয়, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে, সন্তুষ্টি আ অসন্তসষ্টি প্রকাশ করে।

অ্যাফেকটিভ আউটকাম -এর ৩য় লেভেল হলো Valuing বা মুল্য দেয়া। এই লেভেলে লার্নারদের মধ্যে সহকর্মী বা সিনিয়রদের সম্মান দেয়া, কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরী হয়। কাজ সুসম্পন্ন করার সাধারন স্বীকৃতি থেকে বড় ধরনের অঙ্গীকার করার মানসিকতা তৈরী হয়।

অ্যাফেকটিভ আউটকাম-এর ৪র্থ লেভেল হলো Organization বা সংগঠন। এই লেভেলে লার্নাররা বিভিন্ন মুল্যবোধের বিশ্লেষন, বিরোধ মিমাংসা ও অনন্য স্বীদ্ধান্ত গ্রহনের সামর্থ্য অর্জন করে।

অ্যাফেকটিভ আউটকাম-এর সর্বোচ্চ লেভেল হলো characterization বা চরিত্রায়ন। এই লেভেলে লার্নারদের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি তৈরী হয় যা তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রন করে। এই আচরণ ব্যাপক, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও লার্নারের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।